১০২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 DEC [illegible] ...
পৃঃ ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হচ্ছেটা কী!

ছাত্র দোষ করলে শিক্ষক আছেন তাকে শুধরে দেবার। কিন্তু শিক্ষক স্বয়ং দোষ করলে তাকে শুধরে দেবে কে?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনার রেশ দূর হতে না হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি আরও মারাত্মক। শিক্ষক নাকি ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন করেছেন। মারাত্মক ঘটনা। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক কী তাহলে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, ভাই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে জানার পর বোনের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী বলেছেন, এখনও আমরা সুষ্ঠু পরিবেশ পাইনি। যখন বলি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন অনেকেই বাঁকা চোখে তাকায়। ভাবটা এমন আমিও ধর্ষিতা। আর একজন ছাত্রী বললেন, বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। সব ঠিকঠাক। ছেলেটিকেও আমার পছন্দ। বিয়ের কয়েকদিন আগে খবর এল পাত্রের অভিভাবকরা রাজী নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে তারা ছেলের বউ হিসেবে চায় না। এরকম আরও ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। গুটিকয়েক নষ্ট তরুণের কারণে প্রিয় ক্যাম্পাসে এখনও চলছে দারুণ অস্থিরতা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেও শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছে এক ছাত্রী। ছাত্রীর বাবাও মেয়ের পক্ষে একই অভিযোগ তুলেছেন। কুষ্টিয়া থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হোসেন আল মামুন জানিয়েছেন সেখানেও নাকি পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। যৌন হয়রানির অভিযোগ না উঠলেও যৌন হয়রানি হচ্ছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী! ছাত্ররা দোষ করলে শিক্ষক আছেন সেই দোষ শুধরে দেওয়ার। কিন্তু শিক্ষক স্বয়ং দোষ করলে তাঁকে শুধরে দেবেন কে? এখনই এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পরিবেশ হয়তো ধরে রাখা যাবে না।

এখন চলছে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির যুগ। স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মন-মেজাজ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের খোলামেলা সেক্স উপস্থাপিত হচ্ছে আমাদের ড্রইং রুমে। ফলে গ্রহণ-বর্জনের বিড়ম্বনায় পড়েছি আমরা। পাশ্চাত্য জগতে দেখা হলেই চুমু খাওয়া বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীতেও প্রকাশ্য চুমু খাওয়া অন্যায়। মা ছেলেকে চুমু দিলেও অশোভন। কিন্তু স্যাটেলাইটের দৃশ্য দেখে অনেকেই আজ-কাল বেশ সাহসী হয়ে উঠছেন। ভাবটা এমন দেখতে পারলে করা যাবে না কেন? এখানেই দেখা দিয়েছে বিড়ম্বনা। জাপানে বাবা, ছেলে এক সাথে বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার নিয়ম রয়েছে। একইভাবে মায়ের সাথে মেয়েও গোসল করতে পারে। এটা জাপানের রীতি। কেউ যদি হুট করে বাংলাদেশে এটা চালু করতে চান তাহলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করছেন- উন্নত দেশের মত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় সেক্সকে প্রাধান্য দেওয়া হউক। এই মতকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তবে এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ❑ রেজানুর রহমান

ক্যাম্পাসের অহংকারী পরিবেশ — *ইয়াসিন বাবুল*